ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বয়স বাড়ছে তামান্নার, বিয়ের জন্য চাপ পরিবারের

পৃঃ ৫

এবার রোহিতদের বিপক্ষে টস জালিয়াতির অভিযোগ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৪ ● কলকাতা ● ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২০ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বাংলার শিল্প সম্মেলনে আসতে পারে ২৮ দেশ,

থাকতে পারে আদানি গ্রুপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিদেশি বিনিয়োগ টানতে সম্প্রতি স্পেনে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত তার আগে থেকেই বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলনের সলতে পাকানো শুরু হয়ে যায়। সূত্রের খবর কয়েকদিনের মধ্যেই শিল্প সম্মেলনে হবে। ২১ ও ২২ নভেম্বর শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে বাংলায়। তবে শেষ পর্যন্ত এই সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগ কতটা আসে, শিল্পের জোয়ারে কতটা ভাসে বাংলা সেটাই দেখার।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জাপান, আমেরিকা, কেনিয়া, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানি , রোয়ান্ডা, ফিজি, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, স্পেন, রাশিয়া, বসনিয়া, আর্মেনিয়া, ফিনল্যান্ডের মতো দেশ উপস্থিত থাকতে পারেন। বিশ্বব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট বয়াঙ্কের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর উপস্থিত থাকতে পারেন মিটিং।কারা আসতে পারেন কলকাতার এই শিল্প সম্মেলনে? প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ২৮টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। ব্রিটেনের একটা বড় টিম আসছে বাংলায়। সেক্ষেত্রে এবার ব্রিটেন থেকে বড় বিনিয়োগ আসতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

এদিকে এবার স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধয়ায়েকেও দেখা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এবার

এরপর ৩ পাতায়

ছট পুজো উপলক্ষ্যে ঘাটে ঘাটে থাকছে অভিষেকের দূত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রবি বিকালে কলকাতা শহরের ঘাটে ঘাটে ভিড় জমতে শুরু করে দিয়েছে ছট পুজোর পূণ্যার্থীদের। গঙ্গায় নেমে কেউ এক বুক জলে দাঁড়িয়ে আবার কেউ এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্য দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করবেন। সেই পুজো করতে গিয়ে যাতে কেউ বিপদে না পড়েন তার জন্য সব ঘাটে থাকছে 'অভিষেকের দূত'রা।আগে দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা-সহ বেশ কিছু এলাকায় অভিষেকের দূত কাজ করেছে জরুরি পরিষেবার জন্যও। তার পর এবার ছটপুজোর সময়ও সেই কর্মসূচি নিয়ে নামছে অভিষেকের দূতেরা। এবারও যথারীতি গঙ্গার ঘাটে পুজো দিতে গিয়ে পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার দিকে নজর দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। শনিবার সকাল থেকেই কলকাতা, হাওড়া সহ ৪টি জেলার গঙ্গার ঘাটগুলিকে পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। ঘাটগুলিতে যাতে কোনওভাবে দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না ঘটে তার জন্য বিভিন্ন থানা নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে। ঘাট থেকে গঙ্গার নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত ব্যারিকেড করে দেওয়াও হয়েছে। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে দুটি স্তরের ব্যারিকেড হয়েছে। ছটপুজোর জন্য প্রতি বছরের মতো এ বছরও লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে এদিন বিকালে ও আগামিকাল ভোরে। তাই সমস্ত ঘাটে পর্যাপ্ত আলো দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ। থাকছেন পদস্থ পুলিশ কর্তারাও। সেই সঙ্গে থাকছে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি। ঘাটগুলিতে আরও সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। স্নান করতে নেমে দুর্ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লঞ্চ ও

এরপর ৩ পাতায়

মধ্যপ্রদেশে ভোট পরবর্তী হিংসার বলি ৩,

অভিযুক্তদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার

শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), ১৯ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : ১৭ নভেম্বর শিবপুরী জেলার চকরামপুর গ্রামে ভোট পরবর্তী হিংসায় ৩ জনের মৃত্যুর পরে জেসিবি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অভিযুক্তদের ৪টি ঘর ।এ দিকে, আশা দেবীর স্বামী মুন্না ভাদৌরিয়া, তাঁর দুই ছেলে রাজেন্দ্র ও ভোলা ওরফে যোগেন্দ্র সিং এবং ভাইঝি সৌরভ সেঙ্গার আহত হয়েছেন। চকরামপুরের বাসিন্দা দীনেশও কুশওয়াহার পক্ষে গুলিবিদ্ধ হন ।

এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কাইরার এসডিওপি শিবনারায়ণ মুকাতি বলেন, এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের টিম ক্রমাগত অভিযান চালাচ্ছে । পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনও অভিযুক্তদের বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে । ৪টি ঘর মাটিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভের জেরে তৎপর হয় পুলিশ ও প্রশাসন ।

শুক্রবার ভোটের পর কুশওয়াহা ও ভাদৌরিয়া পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় । এই সংঘর্ষে শনিবার গোয়ালিয়রে চিকিতসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ভাদৌরিয়া পরিবারের তিন জনের । কুশওয়াহা পক্ষের যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, যাঁর ছেলে গোয়ালিয়রে মারা গিয়েছেন । এই ঘটনায় শুক্রবার রাতেই পুলিশ উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও

এরপর ৩ পাতায়

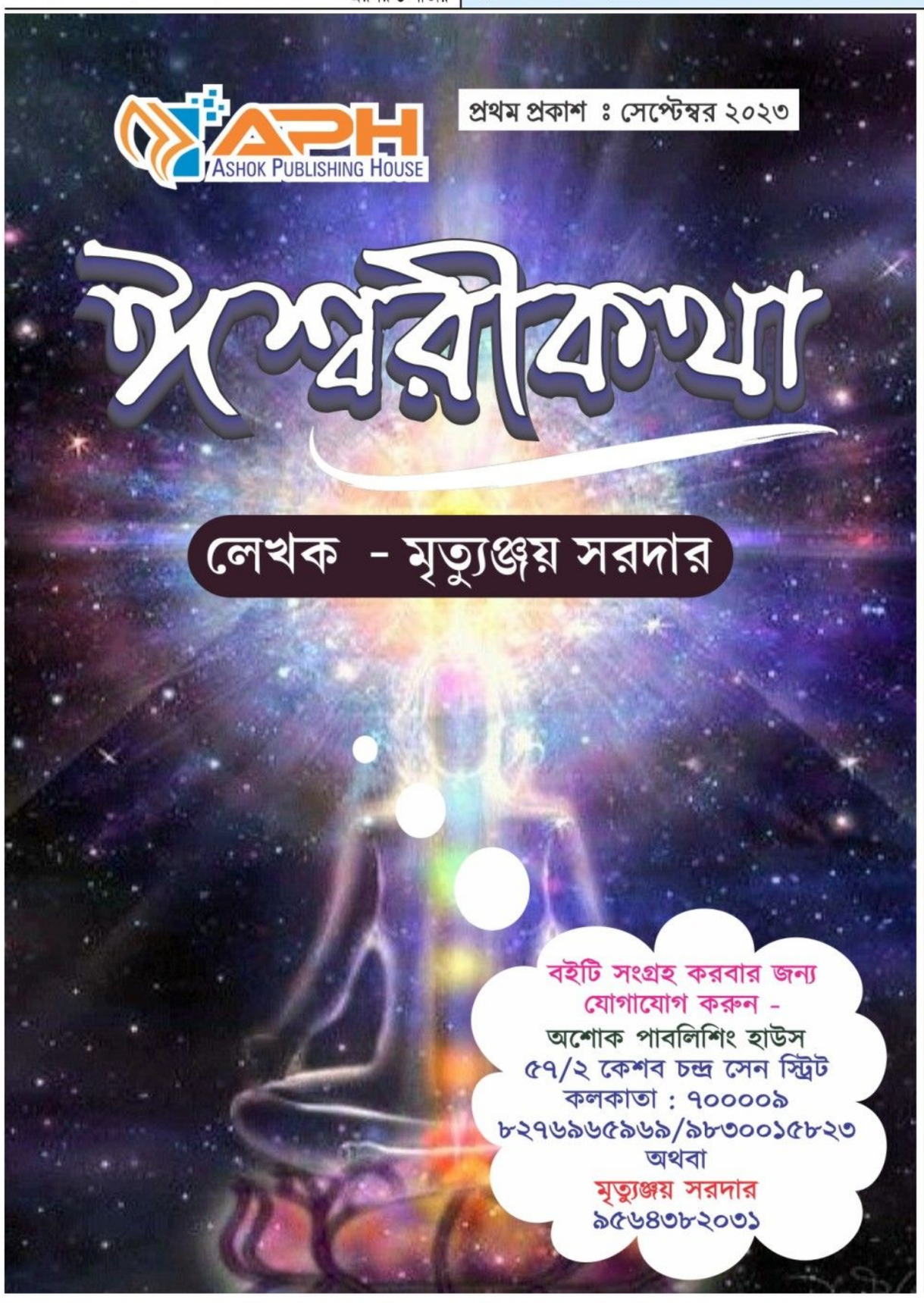

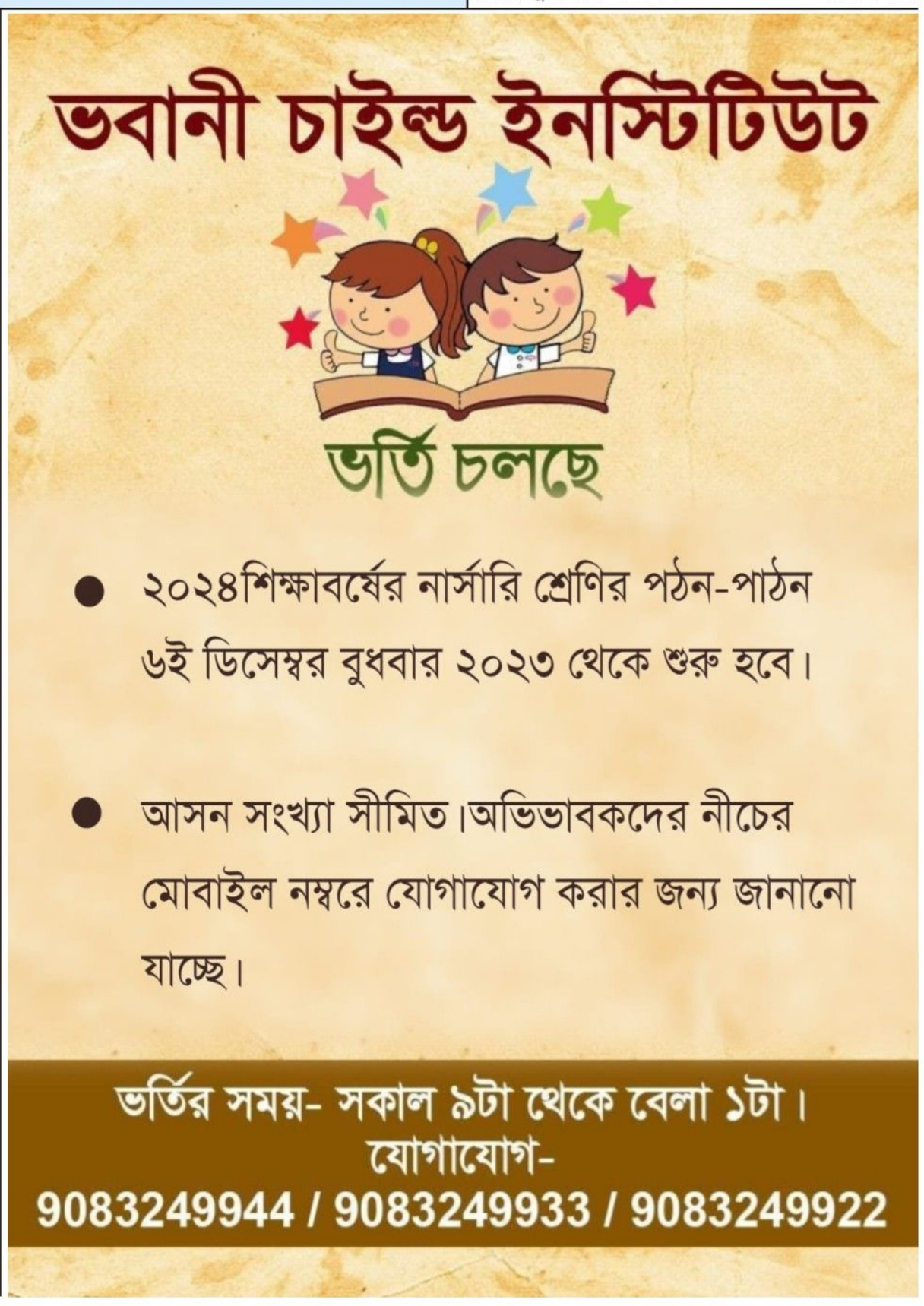

ছট পূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আজ ছট পূজা। এই উপলক্ষে দেশের সকল নাগরিকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই দিনটি সকলের জীবনে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে আসুক এই প্রার্থনাও জানিয়েছেন তিনি। এসম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন: "আজ সন্ধ্যায় ছট মহোৎসব ও পূজা উপলক্ষে দেশের সকল পরিবার পরিজনদের জানাই আমার অশেষ শুভকামানা। সূর্যদেবের বন্দনা সকলের জীবনকে আলোকিত করে তুলুক এই প্রার্থনা জানাই। সকলের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের এটি হলো এক বিশেষ দিন। জয় ছটি মাইয়া।"

জলের জন্য হাহাকার মুরশিদ বাটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী ব্লক মশিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে ৬ মাস ধরে পড়ে আছে এই পানীয় জলের কল।

একটাই মাত্র জলের কল ছিল গ্রামের মানুষের ভরসা (বলাকা) খেলার মাঠের পাশে। মসজিদ বাটি গ্রামে।

বারবার গ্রামের সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান কে বলেও কোন সুরাও হয়নি।

মানুষের জল আনতে যেতে হয় অনেকটা দূরে, মসজিদ বাটি গ্রামের সমাজ সেবিকা জেসমিন পারভীন বেগ উনি বলেছেন ভোটের সময় সব বাবুদের দেখা যায়। আর ভোট ফুরালে আমরা জলের জন্য হাহাকার করে বেড়ালেও কেউ চোখ তুলে তাকায় না। একটু গরম পড়লে কলের জল তো দূরের কথা পুকুরের জল মেলেনা এখানে পাশের পঞ্চায়েতে টাইম কলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমরা পড়ে আছি অন্ধকার জগতে মেলেনি টাইম কল আর আগেকার যে কলটি ছিল সেটাও জল পড়ে না ছমাস হয়ে গেল নিরুপায় হয়ে অনেক দূর থেকে আমরা জল কিনে খেতে হয়।

মসজিদ বাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কে ফোন করায় উনি বললেন হ্যাঁ ওখানকার টিউলটা খুব খারাপ অবস্থায় আছে আমরা চেষ্টা করছি ওখানে আরেকটা নতুন কল করে দেওয়ার তা নাহলে গ্রামবাসী জল খাওয়ার খুব অসুবিধা হবে। এখন তো কিছু করতে পারেনি তবে আমি চাইবো গ্রামের মানুষ যেভাবে জল পান করতে পারে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জলপ্রকল্প গ্রামে গ্রামে কিভাবে দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা আমরা করে দেব।

আল-শিফা হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছে

শয়ে শয়ে মানুষ, 'কিছুই করিনি', দাবি ইজরায়েলি ফৌজের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অক্টোবর দিনটিকে বাদ দিলে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ একপেশে। ফলে গাজা এখন নেতনিয়াহু বাহিনীর দখলে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে বেঁচেবর্তে থাকা হামাস নেতারা। শহরের বৃহত্তম হাসপাতাল আল-শিফাও 'মৃত্যুপুরী'তে পরিণত হয়েছে। হামাস 'ইঁদুর' মারতে হাসপাতালে ধ্বংসলীলা চালাবে ইজরায়েলি ফৌজ ।হাসপাতালে হামলা নিয়ে নেতানিয়াহু বারবার দাবি করেছে, হাসপাতালগুলিতেই ঘাঁটি তৈরি করেছে প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গিরা। তাই হামাসকে নির্মূল করার জন্য হাসপাতালে হামলার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি ইজরায়েলের বক্তব্য, যে সব রোগী হাসপাতালেই থাকছেন, তাঁদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত তারা করবে। হাসপাতালে খাবার, জল এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রীও তারা পাঠিয়েছে বলে দাবি সেনার। ফলে রোগীদের হাসপাতাল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছেন অসংখ্য রোগী ও সাধারণ মানুষ। যদিও নেতনিয়াহুর সেনার দাবি, রোগী বা সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়নি।

শনিবারই জানা গিয়েছিল, হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে মাইকে ঘোষণা দেয় ইজরায়েলি সেনা। হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দেয় তারা। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসায় আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা শুরু হয় ইজরায়েলের। চাপে পড়ে বিবৃতি দেয় নেতানিয়াহুর সেনা। তারা জানায়, কোনও রোগী বা হাসপাতালের কোনও কর্মীকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। যদিও বিবিসির একটি রিপোর্ট বলা হয়েছে, ইজরায়েলের হামলায় হাসপাতালের ঢোকার মুখ গণকবরের পরিণত হয়েছে। অন্তত ৮০টি দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে। নেতানিয়াহু সেনার হাসপাতাল ছাড়ার হুঁশিয়ারির পর ৩০০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী ছাড়া সকলেই প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছেন।

একই পরিবারের ৪ জনের

পচাগলা দেহ উদ্ধার, খড়দায় চাঞ্চল্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা: খড়দায় একই পরিবারের ৪ জনের পচাগলা দেহ উদ্ধার। বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার দম্পতি ও ২ সন্তানের পচাগলা মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী। দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হয় দম্পতি ও ২ সন্তানের পচাগলা মৃতদেহ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্ত্রী দেবশ্রী কর্মকার ১৬ বছরের মেয়ে দেবলীনা কর্মকার ও ৮ বছরের ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। শোওয়ার ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল স্ত্রী ও ২ সন্তানের মৃতদেহ। পাশের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় গৃহকর্তা বৃন্দাবন কর্মকারকে। পরিবারের দাবি,গত ১০ বছর ধরে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বৃন্দাবন কর্মকারের। সকলের অজান্তেই আদর্শপল্লীর পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে, মধুসূদন মুখার্জি রোডের ভাড়ার ফ্ল্যাটে ওঠেন। এই তো ক'দিন আগেই, কালীপুজোর আনন্দে সামিল হয়েছিলেন। তার মধ্যেই কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। পুলিশ সূত্রে খবর, সুইসাইড নোটে যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দান করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন গৃহকর্তা।পচাগলা দেহ উদ্ধার: ছুটির দিনে খড়দায় একই পরিবারের ৪ জনের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য।পুলিশের অনুমান, অন্তত ২ দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহর পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সুইসাইড নোট। সূত্রের খবর, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সন্দেহে অশান্তির জেরে খুন বলে সুইসাইড নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। যাবতীয় সম্পত্তি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দান করে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে সুইসাইড নোটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক মানতে পারিনি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। রবিবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় উত্তর ২৪ পরগনার খড়দার মধুসূদন মুখার্জি রোড চত্বরে। মৃত্যু হয়েছে, ব্যারাকপুরে চিড়িয়া মোড়ের কাপড়ের ব্যবসায়ী বছর ৫০-এর বৃন্দাবন কর্মকার, তাঁর স্ত্রী ও ১৬ বছরের মেয়ে ও ৮ বছরের ছেলের। প্রতিবেশীদের দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধের পর আর তাঁদের দেখা যায়নি। রবিবার সকালে সন্দেহ হওয়ায়, ডাকাডাকি শুরু করেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

আইসিপিএমএসবির ভক্তদের ছট পূজার সামগ্রী বিতরণ

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের মতো এ বছরও ছট পূজা উপলক্ষে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ প্রেস মিডিয়া অ্যান্ড স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং (আইসিপিএমএসবি) শতাধিক ছট ভক্তদের কলার কাঁদি এবং ফল বিতরণ করেছে। আইসিপিএমএসবি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক নকুল কুমার মণ্ডল ও কোষাধ্যক্ষ জাকির আলী জানান, প্রতি বছরের মতো এ বছরও ছট পূজা উপলক্ষে ছট ভক্তদের অফিসে ডেকে কলার কাঁদি ও ফলমূল সরবরাহ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিপিএমএসবি জাতীয় সভাপতি জগদীশ যাদব, সহ-সভাপতি, শিবমঙ্গল প্রসাদ, কিশোর যাদব, ডাঃ. কেপি রাও, সতীশ সাও, রমেশ রাই, মো. জহির, অমিত গুপ্ত, জীবন যাদব, সন্দীপ যাদব, জয়দীপ যাদব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সোমবারও ছুটি ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছটপুজো উপলক্ষে আগামীকাল সোমবারও ছুটি ঘোষণা করলেন। আজ রবিবার হেস্টিংসের তক্তাঘাটে ছট পুজোর উদ্বোধনে যান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । আর সেই অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়েই এহেন বড় ঘোষণা করেন তিনি।অন্যদিকে গঙ্গা যাতে অপরিষ্কার না হয় সেজন্যে ছটের জন্যে আসা সমস্ত মানুষকে নজর রাখার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, গঙ্গাকে নোংরা করবেন না। ফুল বা অন্য কিছু নির্দিষ্ট জায়গার রাখার জন্যেও আবেদন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের।

ফলে রবিবার, সোমবার ছুটির আমেজ বজায় থাকবে।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় লম্বা ছুটি কাটিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীরা। কার্যত সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফেওর ছুটির ঘোষণা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের । আর এহেন ঘোষণায় খুশি রাজ্যের কয়েক হাজার সরকারি কর্মী। যদিও একাংশের মতে, দিনের পর দিন বকেয়া ডিএ'র পরিমাণ বাড়ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ডিএ'র ফারাক বাড়ছে। এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রাজ্য প্রশাসন। এমনকি ডিএ'য়ের দাবিতে দিনের পর দিন আন্দোলন-ধর্না চলছে। সেদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নজর নেই বলেও কটাক্ষ আন্দোলনরত কর্মীদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছটপুজোয় সোমবার সরকারি অফিস ছুটি থাকবে। দিল্লি ছট পুজোর জন্য দুদিন ছুটি দেয় না। কিন্তু বাংলার সরকার ইদ, ছট সব উতসবেই দুদিন করে ছুটি দেয় বলে মন্তব্য। অন্যদিকে এদিন হেস্টিংসের তক্তাঘাটে ছট পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন। ভলেন্টিয়ার এবং পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে নির্দেশ মেনে চলার কথাও বলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সাবধানে গঙ্গার ঘাটে যান, হুড়োহুড়ি করবেন না। শিশুদের নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাবেন না।

শিশুর বিকাশে পিতা মাতার ভূমিকা

শীর্ষক আলোচনা সভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠের উদ্যোগে আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হারানন্দপুর কল্পতরু প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে ইতিবাচক অভিভাবকত্ব বা শিশুর বিকাশে পিতা মাতার ভূমিকা শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "মুক্তকণ্ঠ" । স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করেন সংস্থার সদস্যরা। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অনিমেষ ভৌমিক। শিশু কিশোরদের মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে দূরে রাখা সাম্প্রতিক সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। এবিষয়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রচার পরিষদের সদস্য অরুণাভ বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, অনেকক্ষেত্রে বাবা-মা শিশুর হাতে মোবাইল ধরিয়ে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। আবার অনেকেই শিশুকে পড়তে বসিয়ে নিজেরাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন টিভি সিরিয়ালে। এগুলো ঠিক নয়। শিশুর জন্য সময় দিতে হবে। অভিভাবকদের কিছুটা আত্মত্যাগ করতে হবে তাদের আচার-আচরণ তো শিশুকে 'মানুষ' হতে উজ্জীবিত করবে।

সভায় প্রধান বক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে শিশুর বিকাশে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের কথা বলেন। মায়ের গর্ভাবস্থা থেকেই শিশুর পরিচর্যা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন কল্যাণকামী রাষ্ট্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় মা ও শিশুর জন্য নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে বিভিন্ন ধাপে কী কী করণীয় সেবিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। উপস্থিত বাবা মায়েরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সভা প্রানবন্ত করে তোলেন। সঞ্জিত ভৌমিক, অঞ্জনা জানা, রপালী ভৌমিক, অঙ্কিতা ভৌমিক, অনুপমা পাত্র, শিক্ষিকা তপতী ভৌমিক প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভা সঞ্চালনা করেন কার্তিক ভৌমিক।

জয়নগরের গ্রামে ঢুকতে বাধা বামেদের, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জয়নগরের দোলুয়াখাকি গ্রামে ঢুকতে বামেদের বাধা দিল পুলিশ। এ নিয়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি গুদামের হাট এলাকায়। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে গ্রামে ঢুকতে গিয়ে প্রায় হাতাহাতিতে জড়ান বাম প্রতিনিধিরা। আবার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। অন্য দিকে, পুলিশ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, শান্তি বজায় রাখার জন্য বহিরাগতদের তারা প্রবেশ করতে দেবে না।এ নিয়ে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী সায়ন বলেন, ''আমরা ত্রাণ নিয়ে এসেছিলাম। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি নেই। কিন্তু তার পরেও আমাদের আটকাচ্ছে পুলিশ।" মহিলা সমিতির নেত্রী মোনালিসা সিংহের অভিযোগ, দোলুয়াখাকি এলাকার মহিলারা খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের এবং শিশুদের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস শুধু পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতেও আপত্তি জানায় পুলিশ। তাঁর কথায়, "পুলিশ শাসকদলের তাঁবেদারি করছে। সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।" যদিও পুরো বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস। তিনি বলেন, "গ্রামের লোক ছাড়া অন্য কোনও বহিরাগত এলাকায় ঢুকবে না। শুধুমাত্র পুলিশকর্মীরাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।" গত সোমবার জয়নগরের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুন হন। মসজিদে যাওয়ার পথে আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। ওই ঘটনার অব্যবহিত পরে দোলুয়াখাকি গ্রামে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরানো হয়। জিনিসপত্র ভাঙচুর, লুটপাটের অভিযোগ ওঠে। এমনকি, মহিলাদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। তার পর কার্যত পুরুষশূন্য হয়ে যায় গ্রামের কয়েকটি বাড়ি। সিপিএমের দাবি, তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের বাড়ি বেছে বেছে আগুন ধরানো হয়েছে। এর নেপথ্যে তৃণমূলকে দায়ী করে তারা। আগুন লাগানোর ঘটনায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধীরে ধীরে ওই বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের ঘরে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তার মধ্যে ত্রাণ দিতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েছেন বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ প্রতিনিধিরা। রবিবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল সেখানে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে ত্রাণ নিয়ে দোলুয়াখাকি গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করেন কয়েক জন। কিন্তু গ্রামে ঢোকার আগে গুদামের হাট মোড়ে তাঁদের আটকায় পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।

১-ম পাতার পর

ছট পুজো উপলক্ষ্যে ঘাটে ঘাটে থাকছে অভিষেকের দূত

নৌকায় থাকছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ডুবুরিরাও।মূলত, ভিড়ের মধ্যে পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেই তৃণমূলের এই বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি এই দূতেরা থাকছেন হাওড়া শহরের একাধিক ঘাটে। উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি শিল্পাঞ্চল এলাকার ঘাটগুলিতেও থাকছে অভিষেকের দূত। কলকাতা সহ ৪টি জেলার মোট ১০০টিরও বেশি ঘাটে পুজো চলার সময় হাজির থাকবেন অভিষেকের এই দূতেরা। দলের তরফ থেকে এই কর্মসূচিতে দলের প্রতিনিধিরা থাকলেও, রাজ্যের আরও একাধিক এলাকায় দলের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা থাকবেন। পুণ্যার্থীদের জন্য ঘাটে-ঘাটে বসানো হয়েছে সাহায্য কেন্দ্রও।

১-ম পাতার পর

মধ্যপ্রদেশে ভোট পরবর্তী হিংসার বলি ৩, অভিযুক্তদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার

হত্যার চেষ্টার মামলা দায়ের করেছে । কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক পক্ষের তিনজনের মৃত্যু ও তার প্রতিবাদে নারোয়ার থানার সামনের সড়কে ক্ষত্রিয় সমাজের বিক্ষোভের পর শনিবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ততপর হয়ে অভিযুক্তদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে তছনছ করে দেওয়ার অভিযান শুরু করেছে ।

অভিযুক্তদের চারটি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে প্রশাসন: শিবপুরী জেলার চকরামপুরে ভোট পরবর্তী হিংসায় ভাদৌরিয়া পরিবারের তিন জনের মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে নারোয়ার থানার সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, পুলিশ দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার করুক এবং যাঁরা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাঁদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিতে হবে । তিনজনের মৃত্যু ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের পর প্রশাসন তৎপর হয়ে বুলডোজার দিয়ে চার অভিযুক্তের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয় ।

প্রায় দুই মাস আগে চকরামপুর গ্রামে একটি গণেশ বিসর্জনের মিছিলে ডিজে বাজছিল । সেই নিয়ে কুশওয়াহা ও ভাদৌরিয়া পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাঁধে । এই বিবাদে কুশওয়াহা পক্ষের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন । এরপর থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হয় । জানা গিয়েছে যে, ১৭ নভেম্বর শুক্রবার ভোট শেষ হওয়ার পরে বিজেপির পোলিং এজেন্ট লক্ষ্মণ ভাদৌরিয়ার সঙ্গে কুশওয়াহার দলের ফের ঝামেলা হয় । এরপর ভাদৌরিয়া পরিবারের ছোড়া গুলিতে আহত হন কুশওয়াহা পরিবারের এক যুবক । এতে কুশওয়াহা অধ্যুষিত চকরামপুর গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।

ভাদৌরিয়া পরিবার তাদের বোলেরো গাড়িতে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কুশওয়াহা সম্প্রদায়ের ৩৫ থেকে ৪০ জন লোক তাদের ঘিরে ফেলে । গাড়ি থেকে না নামলে বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়িতে পেট্রল ও ডিজেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ । ভাদৌরিয়া পরিবার কোনও ক্রমে গাড়ি থেকে নামতে সক্ষম হলে, কুশওয়াহা সম্প্রদায়ের লোকজন লাঠি ও কুড়াল নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় । এই হামলায় ছাতরপুরের চকরামপুরের বাসিন্দা আশাদেবী ভাদৌরিয়া (৪২), তাঁর ভাগ্নে অমর সিং ওরফে হিমাংশু (২০), লক্ষ্মণ ভাদৌরিয়া (৪৫) মারা যান ।

১-ম পাতার পর

বাংলার শিল্প সম্মেলনে আসতে পারে ২৮ দেশ, থাকতে পারে আদানি গ্রুপ

শিল্প সম্মেলনে সৌরভ উপস্থিত থাকতে পারেন বলে অনেকেই মনে করছেন। অন্যদিকে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি ও তাঁর পুত্র কর্ণ আদানি উপস্থিত থাকতে পারেন এই সম্মেলনে। তবে এব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। আলিপুরের ধন্যধান্য হলে এর সমাপ্তি অনুষ কিন্তু নানা বিতর্ক সত্ত্বেও দেশের অন্যতম বিরাট শিল্পোদ্যোগীদের তালিকায় শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন আদানি। এর আগেও গৌতম আদানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁর ছেলে কর্ণ আদানিও থাকতে পারেন এবারের শিল্প সম্মেলনে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বার বার গৌতম আদানির বিরুদ্ধে মুখ খুললেও এই রাজ্যেরই তাজপুরে গভীর বন্দর নির্মাণের বরাত কিন্তু আদানি গোষ্ঠীই পেয়েছে। তবে আদানি নিজে থাকবেন কি না তা নিশ্চিত নয়। তবে তাঁর প্রতিনিধি থাকতে পারেন। সেই সঙ্গেই আম্বানির গোষ্ঠীর শীর্ষস্তরে থাকা ব্যক্তিত্বরাও থাকতে পারেন এবারের সম্মেলনে। থাকতে পারেন মুকেশ আম্বানি। আইটিসি, অম্বুজা নেওটিয়া, হীরনন্দানি গ্রুপও থাকতে পারে। এছাড়াও দেশের বহু নামকরা শিল্পপতি এবার এই বিশ্ববাংলা শিল্প সম্মেলনে(বিজিবিএস) উপস্থিত থাকতে পারেন।

চোখের নিমেষে দুমড়ে-মুচরে গেল পুলিশের গাড়ি, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৫ পুলিশ আধিকারিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার রাজস্থানের চুরুতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ পুলিশ আধিকারিকের। ঘটনায় জখম আরও ২। ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চুরুর পুলিশ সুপার প্রবীণ নায়েক জানিয়েছেন, সুজনগড় সদর থানা এলাকায় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গাড়িটি। তারানগরে একটি নির্বাচনী বৈঠকে যাচ্ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। মৃতেরা হলেন, এএসআই রামচন্দ্র। তিনি খিনসর থানায় কর্মরত ছিলেন। মৃত্যু হয়েছে কনস্টেবল কুম্ভরাম, সুরেশ মীণা, থানারাম এবং মহেন্দ্রর।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাগাউর থেকে ঝুনঝুনুতে যাচ্ছিল পুলিশের গাড়িটি। তাতে সাত জন পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। পুলিশ জিপটি দ্রুত গতীতে ছুটছিল।একটি ট্রাক পুলিশের গাড়িটি ওভারটেক করে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে পুলিশের গাড়িটি সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে ট্রাকে এবং জিপের সামনের দিকটা দুমড়ে- মুচড়ে ট্রাকের নীচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ পুলিশ আধিকারিকের। আহত হন আরও দু'জন। জানা যায়, ৭ জন পুলিশ আধিকারিক-ই রাজস্থানের নাগাউর জেলার বাসিন্দা।

প্লাস্টিক চাল গ্রাম বাংলার অসাধুচক্রের হাত ধরে দোকানে পৌঁছাচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে এমন গুঞ্জন উঠেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়; দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশসহ বেশ কিছু রাজ্যে ঝড়গতিতে প্লাস্টিকের চাল বিক্রির খবর ছড়াচ্ছে, এটা যে সত্যি তা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। প্লাস্টিকের চালের ভাত একদম সত্যিকারে ভাতের মতন দেখলেও বোঝা যায় না, তবে সহজ উপায় ভাত রান্না করে ভাত গুলো রুটি করে গোল গোল গোল গোল করলেই বলের মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই বলটাকে যখন উপর থেকে নিচে ফেলছে প্লাস্টিকের বল যেভাবে ডব খায় ঠিক সেভাবে ডব খাচ্ছে, অন্যদিকে সত্যিকারে চালের ভাত এইরকম হচ্ছে না ।এদিকে কলকাতার সহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে মিনিকেট চালের বস্তাগুলো বেশিরভাগ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর হাত ধরে প্লাস্টিকের চাল বিক্রি হচ্ছে। কয়েকটি বাজারে একইভাবে প্লাস্টিকের চালের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। যা নিয়ে রাজ্য সরকারের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এখন অতি-সক্রিয় আছে কিনা তা আমাদের অনেকে জানানেই। যদিও এখন পর্যন্ত প্লাস্টিকের ডিমের মতো প্লাস্টিকের চালের অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি খুঁজছে সংশ্লিষ্টরা। পশ্চিমবঙ্গের বহু নাগরিক প্লাস্টিক চালের বন্ধের আবেদনও জানিয়েছে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে। তবে

প্লাস্টিকের চাল্ক শব্দটি সর্বপ্রথম সীমিত আকারে সামনে আসে ২০১০ সালে। চীনের ওউচ্যাঙ্ক নামে একটি ব্র্যান্ডের সুগন্ধি চালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর প্লাস্টিকের চালের বিষয়টি সামনে আসে। ওই ব্র্যান্ডের চাল সেদেশে বিখ্যাত ছিল, কারণ এতে মেশানো হতো এক ধরনের কৃত্রিম ফ্লেভার। যে কারণে রান্নার পর ভাতে এক ধরনের সুগন্ধ থাকতো। সাধারণ চালের মধ্যে ফ্লেভার মিশিয়ে বাজারজাত করায় এই চালের বিরুদ্ধে ওনকল চাল্ক বাজারজাত করার অভিযোগ ওঠে।

এছাড়া, নকল চাল (প্লাস্টিকের চাল) এর বস্তার মধ্যে উচ্যাং এর সুগন্ধি মিশিয়ে প্লাস্টিকের চাল বাজারজাত করার গুজবও শুরু হয় তখন।

এরপর ২০১১ সালে কোরিয়ান টাইমস পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, অসাধু ব্যবসায়ীরা চীনের তাইজুয়ান, শানজি প্রদেশে নকল চাল বিক্রি করছে। ওই চাল আলু, মিষ্টি আলু ও প্লাস্টিক মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনটিতে অভিযোগ করা হয়। বলাবাহুল্য, এর সপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ দেখাতে পারেনি ওই প্রতিবেদনে।

২০১৬ সালে নাইজেরিয়ার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আড়াই টন চাল আটক করে এবং শুরুতে দাবি করে যে এসব আসলে প্লাস্টিকের চাল। কিন্তু পরে তারা সেই দাবি যে ভুল ছিল তা স্বীকার করে। নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিকের চালের কোন প্রমাণ তারা পাননি।

'ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোর' চ্যানেলের একজন সাংবাদিক আলেক্সান্দ্রে ক্যাপরন এই প্লাস্টিকের চালের মিথ্যে গল্পের পেছনের কাহিনি অনুসন্ধান করেছেন ।

তিনি বলছেন, আমদানি করা চাল যাতে লোকে না কেনে, এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চাল কেনে, সেজন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই গুজব ছড়ানো হয়েছিল ।

কিন্তু গুজব ছড়াতে যারা উন্মুখ, তারা ততদিনে যা করার করে ফেলেছে।

তবে আফ্রিকার কোন কোন দেশে এই গুজব এতটাই ব্যাপক প্রচার পেয়েছে যে সরকারগুলো কথিত প্লাস্টিকের চাল বলে যে কিছু নেই, সেই ঘোষণা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ঘানার ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অথরিটি ২০১৭ সালে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ঘানার বাজারে কোনো ধরনের প্লাস্টিকের চাল বিক্রি হয়নি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৪ সংখ্যা ২০ নভেম্বর, ২০২৩ সোমবার ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সরব মমতা, সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী

দেশ যখন ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে মজে ঠিক তখন রেলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সরব প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।তিনি সোশাল মিডিয়ায় আরও বলেন, "রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা রোধকারী ব্যবস্থা চালু করেছিলাম । ক্রমবর্ধমান ট্রেন দুর্ঘটনা এড়াতে কেন এই ধরনের ব্যবস্থাপনাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না । অথচ জন বিরোধী ভাবে ভারত শাসন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে চলেছে ।"

সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক দুর্ঘটনার সময় বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের যাত্রী নিরাপত্তা এবং সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে সরব হয়েছেন । তিনি একথাও জানিয়েছিলেন, তাঁর সময় চালু হওয়া অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস চালু করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত । এদিন সেই বিষয়টি নিজের বক্তব্যে আরও একবার তুলে ধরেন বাংলার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখের উপর রেলের ভাড়া বৃদ্ধি থেকে পরিকাঠামো সব নিয়েই আরও একবার রেলমন্ত্রককে একহাত নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ।রবিবার সোশাল মিডিয়ার এক্স হ্যান্ডেলে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি । সাধারণ মানুষের ভরসার কেন্দ্রস্থল ভারতীয় রেল যে ক্রমেই মূল্যবৃদ্ধির আওতায় চলে আসছে তাও এদিন তুলে ধরেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স বার্তায় লিখেছেন, "দুঃখের বিষয় যে এই মুহূর্তে রেলের যাত্রী ভাড়া অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ।" তাঁর অভিযোগ, "কখনও কখনও ট্রেনের ভাড়া, বিমান ভাড়ার চেয়েও বেশি হচ্ছে ।" এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, "জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?" তিনি আরও লেখেন, রেলের বর্ধিত ভাড়া রদ করার পাশাপাশি তা কমাতে হবে । একইসঙ্গে যাত্রী সুরক্ষা এবং রেলের নিরাপত্তার উপরে জোর দিতে হবে ।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাড়ি না পেয়ে মামলা হাইকোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যারা রাজ্যের গীতাঞ্জলি প্রকল্পে আগেই বাড়ি পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায়। অথচ তিনি নিজে উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও পাননি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার বাড়ি। এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খেজুরি-১ ব্লকের হেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অশ্বিনীকুমার মাইতি ।তাঁর আরও অভিযোগ, এই 'বেনিয়মের' ব্যাপারে সব জানতেন বিডিও এবং হেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নমিতা নায়েক। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অশ্বিনী। পাশাপাশি তাঁর দাবি, জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হোক, তিনি যাতে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করেন। আগামী ২০ নভেম্বর অর্থাত সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। উল্লেখ্য, বিজেপির তরফে বার বার অভিযোগ তোলা হয় যে বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণের কাজে ভুরি ভুরি দুর্নীতি হয়েছে। যদিও দিক্কিতে থেকে সেই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে যে সব গুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা কেউ কোথাও কোনও দুর্নীতি খুঁজে পাননি। কিন্তু তারপর থেকেই কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পে বাংলায় টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে ।হাইকোর্টে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন, দুর্নীতির জন্যই তিনি বাড়ি পাননি। আর সেই দুর্নীতির বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন এলাকার বিডিও ও পঞ্চায়েত প্রধান। তাই এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত হোক। আদালতের নজরদারিতেই হোক সেই তদন্ত। তিনি এই মামলাটি আবার জনস্বার্থ মামলা হিসাবেই দায়ের করেছেন। কেননা অশ্বিনীর দাবি, বাংলার অনেক পরিবারই তাঁর মতো এইরকম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন ।জানা গিয়েছে, অশ্বিনী প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় বাড়ির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এর পরেই তিনি খেজুরি-১ ব্লকের বিডিও'র কাছে তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপভোক্তাদের নাম জানতে চান। ২০২১ সালে সেই আবেদন করেন তিনি। গত বছর ৩ জানুয়ারি বিডিও অফিস থেকে সেই তালিকা পাঠানো হয়। তালিকাটি ২০২১-'২২ অর্থবর্ষের। অশ্বিনীর বক্তব্য, সেই তালিকা থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, যারা উপযুক্ত উপভোক্তা নন, তাঁরাও ওই প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি পাননি। তাঁর দাবি, রাজ্যের গীতাঞ্জলি প্রকল্পের উপভোক্তাদের নামও ওই তালিকায় রয়েছে। যা নিয়মবিরুদ্ধ। মৃত ব্যক্তিও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপভোক্তা এবং তিনি প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থও পেয়েছেন বলে পিটিশনে দাবি করেছেন অশ্বিনী।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

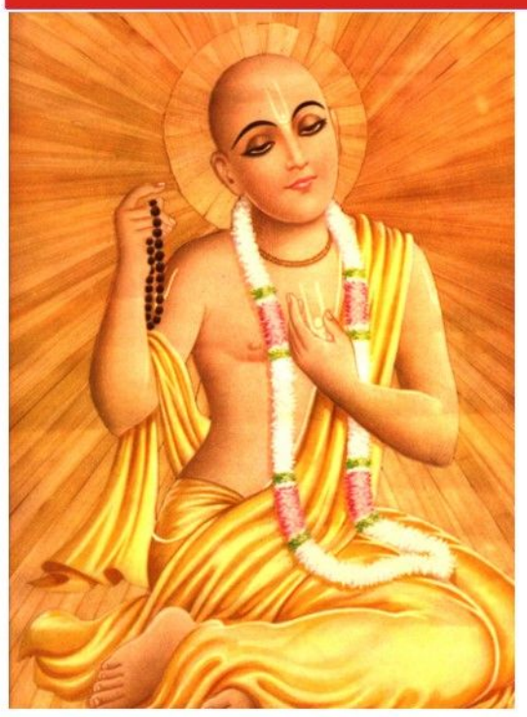

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রী ব্যাসরায়ের সংস্কৃত জীবনী 'শ্রীব্যাসযোগিচারিতম' (রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ সাল) গ্রন্থে বিদ্যাধর পাত্রকে 'কালিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে - 'বিদ্যাধর পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতি' (পঞ্চম অধ্যায়)। এতে বলা হয়েছে - কালিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

চুটোনাথ বাবা গাছের নিচে অবস্থান করলেও, মন্দিরের হাতায় একটিমাত্র বাঁধান মন্দিরে মা কালী বিরাজমান। আমরা ভগবান বা ঈশ্বরকে বহু প্রাচীনকাল থেকে মান্যতা দিয়ে এসেছি আজও দিচ্ছে। আমরা ঈশ্বর কাকে বলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বা কিভাবে, সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ না করলে আজ হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই অনিষিক্ত রূপে সে কথা স্বীকার করাটাই অনিবার্য।পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সেই ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন এবং তিনিই প্রকৃত আরাধ্য। ঈশ্বর, পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নিরাকার, কিন্তু তিনি চাইলেই যে কোন সাকার রুপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেই পরমব্রহ্মের এক সাকার রূপ ধরা হয় এবং পরমেশ্বর মানা হয়। এখন কেউ যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণ না শিবই আমার কাছে পরমেশ্বর তাতেও ভুল নেই কারণ তিনি যাঁকেই ডাকুন না কেন, সেই পরেমশ্বর কেই ভজনা করছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে কৃষ্ণ বড় নাকি শিব বড়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সৃষ্টিখন্ডে ঈশ্বর শিবকে বলছেন " যে তোমার ও আমার মাঝে বিভেদ করবে তার মত পাপী আর পৃথিবীতে নেই" ।মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর একজন তিনি নিরাকার বা সাকার, আমরা যাকেই ভক্তি বা পূজা করিনা কেন তা সেই ঈশ্বরকেই করা হয়। আমারা বিভিন্ন রুপের মূর্ত্তিকে পুজা করি তা কিন্তু ঈশ্বর থেকে আলাদা মনে করে না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপ কল্পনা করে আমরা পূজা করেলেও ঈশ্বর কিন্তু সেই একজনই। অনেকে প্রশ্ন করেন ভাত সোজা করে না খেয়ে এত ঘুরিয়ে খাও কেন? গীতায় ঈশ্বর বলেছেন -- "যে আমাকে যেভাবে ডাকবে আমি তাকে সেভাবেই ফলদান করব"। হিন্দু ধর্ম যে কতটা উদার তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। আমি যেভাবে, যেরুপে তাকে ডাকব তিনি সেভাবেই আসবেন তা সে ৩৩ কোটির যে কোন একটা হোক না কেন।আমাদের দেহে যে আত্মা আছে, তা সকল ধর্মেই বিশ্বাস করে। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল আত্মার উৎস অর্থাৎ পরমাত্মা। আর প্রতিটি জীবের শরীরে যে আত্মা আছে তা হচ্ছে জীবাত্মা। সকল ধর্ম কর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে লীন হওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মুক্ত হওয়া। পুরষ্কার অথবা শাস্তির শেষ আছে, মানে ভাল কাজের জন্য স্বর্গভোগ আর খারাপ কাজের জন্য নরকভোগ আছে। কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়, দুই টাকায় ভালো করে ১০ টাকার মিষ্টি খাবেন তা হবে না। পাকা হিসাবে যতটুকু ভাল ততটুকুই মিষ্টি। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু স্বর্গ নয় সেই পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া, এর আর কোন শেষ নাই ।আত্মার কোন ধ্বংশ বা শেষ নাই। এটা এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন করে মাত্র। দেহের পরিবর্তন হয়, শিশু হতে কিশোর আবার কিশোর হতে যুবক, কিন্তু আত্মার পরিবর্তন নাই। গীতা অনুযায়ী মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা ও পুরাতন জীর্ন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে গমন করে। একটু আধুনিক ভাবে বলা যায়, দেহ হচ্ছে প্রোগ্রাম করা কোন যন্ত্র আর আত্মা হচ্ছে এর ব্যাটারী যখন এই দুই একত্রিত হবে তখনই যন্ত্র সচল হবে এখানে ব্যাটারী দিয়ে কথা তা যে যন্ত্র বা শরীরে সেট করা হোক না কেন, এর চালনা শক্তি থাকলেই চলে। সে কারণে এক স্ট্রার দুই সৃষ্টি, এই মহাশক্তি কি আমরা ভিন্ন রূপে আরাধনা করি। কখনো দেবী দুর্গা, কখনো মা মনসা, কখনো তারা মা, আবার কখনো শিব, কখনো সভ্যতার প্রাকৃতিক রূপে। তবে মনস' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে 'আপ' প্রত্যয় করে মনসা শব্দের ব্যুৎপত্তি। সুতরাং এই দিক থেকে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেন্ সর্প ভয় থেকে মনুষ্যদের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন। হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয়। কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা।

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী ।

তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।।

মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।

তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।।

আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ।' ---- (দেবীভাগবত পুরাণ)প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না। দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র, তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা। মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ, একাগ্র চিত্ত, নিজ বশীভূত, ভগবৎপরায়ণ হয় - ত সেই মন মোক্ষের কারন। তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে। কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ভগবৎ বিমুখ হয়- ত সেই মন নরক গমনের হেতু। এই মন হল শত্রু মন। কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন - তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল। তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর, হিতকর, ভগবানের কথা-ইত্যাদি মনে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।মনসা আদিবাসী দেবতা। পূর্বে শুধু নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উচচবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। মনসার সাথে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠলো সেই কথাটা একটু বলি। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ মনসাকে শিবের কন্যারূপে কল্পনা করে তাঁকে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই প্রজনন ও বিবাহ রীতির দেবী হিসেবেও মনসা স্বীকৃতি লাভ করেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী, শিব বিষপান করলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন; সেই থেকে তিনি বিষহরি নামে পরিচিতা হন। তাঁর জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মনসার পূজকেরা শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও অবতীর্ণ হন। শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তার মনসামঙ্গল নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- 'এখন দেখিতে হয় পশ্চিম-ভারতের 'মনসা' নামটি কখন হইতে জাঙ্গুলী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি জাঙ্গুলির সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরাভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীকে নুতন নাম দিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য তাঁহার জাঙ্গুলী নাম পরিত্যাক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যারুপে দাবী করিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হয়।'

মনসা দেবী বা সর্প দেবী হিসাবে পুজা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এসেছে বৌদ্ধ গ্রন্থেই সর্প দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় । 'বিনয়বস্তু' ও 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা' গ্রন্থে সর্প দেবীকে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গুলিতারা' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাচীন যুগে সাপের ওঝাকে বলা হতো জাঙ্গুলিক (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 'মঞ্চাম্মা' বা 'মনোমাঞ্চী'। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে মঞ্চামা নাম থেকেই 'মনসা' নামের উৎপত্তি। আবার ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্প দেবী জাঙ্গুলিকেই 'মনসা' বলে মানেন। তাঁর মতে -- "অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্র গ্রন্থ 'সাধনমালা'-তে এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজার প্রকরণ ও তাহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমতি হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলীদেবী বর্তমানে সমাজে পূজিতা সর্প দেবী।" গবেষকদের মতে মনসা অনার্য দেবতা, পরে আর্য দের পুরানে স্থান পেয়েছেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গদেশ ছিল জঙ্গলে ভরা। সাপের উপদ্রব ছিল বেশী। বাংলা ছিল কৃষি প্রধান। এই বিষাক্ত সাপেদের সাথেই তাঁদের বসবাস ও দ্বন্দ্ব। একটি বিষাক্ত প্রানী, যার ছোবোলেই মৃত্যু। তাই 'মনসা পূজা' বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসার পায়। ত্রিপুরা, ওড়িশা, আসাম, দুই বঙ্গ, বিহারে এই পূজোর প্রচলন বেশী। হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলে ছিল সাপেদের অবাধ বিচরণ ভূমি। মানুষের বসতি বাড়লো, সাপেদের সাথে সংঘাত বাড়লো। প্রথমে নিম্ন জাতির মধ্যে এই পূজোর প্রসার থাকলে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য দেবী হয়ে ওঠেন মা মনসা।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

অর্থ অপচয় নিয়ে মন্তব্য, কটাক্ষের শিকার দিয়া মির্জা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোনো উৎসবকে ঘিরে উপহার দেওয়া-নেওয়া সমর্থন করেন না বলিউড তারকা দিয়া মির্জা। তাঁর কথায়, 'উৎসবকে ঘিরে উপহার কেনা মানে শুধু অর্থের অপচয়। বরং তার বদলে সবার উচিত সেই অর্থ ভালো কাজে ব্যবহার করা।'

তাঁর মুখে এমন কথা শুনে বিষয়টি সুপরামর্শ হিসেবেই অনেকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার দীপাবলিতে যখন অভিনেত্রীর হাতে একটি সংস্থা থেকে পাঠানো উপহারের ডালা দেখা গেল, তখন নেটিজেন অনেকেই অবাক। তবে বেশি অবাক হয়েছেন দিয়ার কথা শুনে।

কারণ উপহারের ডালি হাতে নিয়ে এই অভিনেত্রী বলেছেন, 'দীপাবলি আলোর উৎসব। সেই উদযাপন আরও ঝলমলে হয় কাছের মানুষদের থেকে কিছু পেলে। এই উপহার আসলে ভালোবাসার প্রতীক। ছোট্ট উপহারও যে কোনো ব্যক্তির মুখে হাসি ফোটাতে পারে।' নিজ বক্তব্য থেকে এভাবে সরে আসবেন এই অভিনেত্রী, তা কেউ কল্পনাও করেননি। যে কারণে দিয়াকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। অনেকের মত, যিনি উপহার নিতে পছন্দ করেন না, সেই দিয়া মির্জা টাকার জন্য দীপাবলিতে একটি সংস্থার পক্ষে এভাবে কথা বলবেন, তা ছিল ভাবনার অতীত। অনেকে আবার বলেছেন, অর্থের জন্য এসব তারকা সবকিছু করতে পারেন। আজ যে কথা বলছেন, কাল তার বিপরীত কথা বলতেও দ্বিধা করবেন না, যদি হাতে মোটা অংকের টাকা তুলে দেওয়া হয়। আসল কথা হলো, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জীবনভর শুধু অভিনয়ই করে যান। তাদের কোন কথাটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা, তা নিশ্চিত করা কঠিন। এদিকে নেটিজেনদের তোপের মুখে নীরবতাই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন অভিনেত্রী। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি।

বয়স বাড়ছে তামান্নার, বিয়ের জন্য চাপ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত তার পরিবার। ৩৪ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী এখনও বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি। বয়স বাড়ছে বলে পরিবার থেকেও বিয়ের জন্য চাপ পাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, তামান্নার পরিবারও নাকি নায়িকার বিয়ে নিয়ে আর দেরি করতে চাইছেন না। শিগগিরই পছন্দের পাত্রের কাছে নিজেদের মেয়েকে তুলে দিতে চাইছেন তারা। সে হিসেবে নায়িকার জন্য বিয়ের পাত্রও প্রস্তুত। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই অভিনেতা বিজয় বর্মার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আছেন তামান্না। তাকেই বিয়ে করতে পারেন অভিনেত্রী। দিন কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে বিয়ের প্রসঙ্গে তামান্না বলেন, 'বিয়ে একটা বড় দায়িত্ব। তখনই এক জনের সম্মতি দেওয়া উচিত, যখন সে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি থাকবে।'

যদিও তামান্নার পরিকল্পনা ছিল ৩০ পেরোতেই বিয়ে করে দুই সন্তান নিয়ে সংসার করবেন। সেটা হয়নি। তামান্নার কথায়, খুব ছোট বয়সে কাজ শুরু করি। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে নায়িকারা সর্বোচ্চ ১০ বছরের ক্যারিয়ার গড়ত। আমিও নিজের বিষয়ে এমন কিছুই ভেবেছিলাম। ৩০ পর্যন্ত কাজ করবো। তারপর বিয়ে করে সন্তান নেব, সংসার করবো। কিন্তু আমার ত্রিশেই যেন পুনর্জন্ম হল।'

ধারণা করা হচ্ছে, এই শীতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন তামান্না-বিজয়। ইতোমধ্যেই দুই তারকার পরিবারে বিয়ের সানাই বাজতে শুরু করেছে।

'অপূর্ব' আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে থাকবে: তারা সুতারিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৯-এ 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ২'-এর মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছিলেন অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া। পরিবারের কেউ সিনেমায় না থাকলেও এ জগতে জায়গা করে নিতে ছোট থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন সুতারিয়া। শিখেছেন ধ্রুপদি, আধুনিক থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য ধাঁচের নাচও।

২৩ বছরের তারার বলিউডে এখনও পায়ের তলার মাটি শক্ত না হলেও তাঁর বোল্ড লুকই তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে। বলা যায়, এখন তারা বলিউডের অন্যতম চর্চিত মুখ। পার্সি পরিবার থেকে এসে বলিউডে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন তিনি।

গতকাল ডিজনি-হটস্টারে মুক্তি পেয়েছে তারা অভিনীত প্রথম ওয়েব সিনেমা 'অপূর্ব'। এই সিনেমায় তারা অন্যান্য ছবির মতো মিষ্টি নায়িকা নন, বরং অ্যাকশন অবতারে দেখা গেছে। সিনেমায় তারা অভিনীত চরিত্রের নাম অপূর্ব, যে খুবই সাধারণ এক মেয়ে। কিন্তু ভাগ্য কীভাবে তাকে অসাধারণ করে তুলেছে, সেই গল্প নিয়েই এ সিনেমা। জীবনের একটি সাধারণ মুহূর্তে হঠাৎ খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পতিত হলে কী ঘটে এবং অপূর্ব সেখান থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবে - তা নিয়েই অপূর্বর গল্প।

সিনেমাটি নিয়ে তারা বলছেন, 'এটি একটি সাধারণ মেয়ের শক্তিশালী হয়ে ওঠার গল্প; যার অভ্যন্তরীণ শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস এমন একটি যাত্রাকে রূপ দেয়, যা সেই চরিত্রকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এটি আমার জন্য আজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে থাকবে। আমি অপূর্বর মধ্যে আমার রূপান্তর দেখার জন্য এবং দর্শকের এ সম্বন্ধে কেমন ফিডব্যাক হয়, তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন নিখিল নাগেশ ভাট। তিনি বলেন, 'অপূর্ব ছবিতে এমন এক গল্পকে সামনে এনেছি, যা দেখে শিহরন জাগতে বাধ্য। আসলে নারীশক্তির ভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয়েছে এ ছবিতে। ছবিতে তারার চরিত্রটি সেই নারীশক্তিকেই তুলে ধরে। তবে এটুকু বলতে পারি, এ ছবিতে তারা সবাইকে অবাক করে দেবে।'

ছবিতে তারা সুতারিয়া ছাড়াও অভিনয় করেছেন অভিষেক ব্যানার্জি, ধৈর্য কারওয়া, রাজপাল যাদবের মতো অভিনেতা। ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম 'চম্বল'-এ সেট নির্মাণ করে সিনেমাটির দৃশ্য ধারণ হয়েছে।

ভক্তকে চড় মেরে বিতর্কে জড়িয়ে যা বললেন নানা পাটেকর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বারাণসীতে শুটিংয়ের সময় এক অনুরাগীকে চড় মেরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে নেটিজেনরা সরব হয়েছেন। যদিও এ ঘটনা 'নিজের অজান্তেই' হয়ে বলে দাবি করেছেন অভিনেতা। একটি সোশাল পোস্টের মাধ্যমে ক্ষমাও চেয়েছেন জনপ্রিয় এ বর্ষীয়ান অভিনেতা। নানা পাটেকর বলেন, একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আমি একটি ছেলেকে মাথায় চড় মেরেছি। যদিও এ সিকোয়েন্সটি আমাদের সিনেমারই একটি দৃশ্য ছিল। আমাদের এ দৃশ্যটি রিহার্সাল করার কথা ছিল। ডিরেক্টর তখন দৃশ্যটি পুনরায় রিহার্স করতে বলেন।

তিনি আরও বলেন, সেই সময় ছেলেটি সিন-এ ঢুকে পড়ে। আমি জানতাম না ও কে। ভেবেছি ক্রু মেম্বারদের কেউ। তাই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তার মাথায় চড় মেরে ওকে বেরিয়ে যেতে বলেছি। এরপর আমি জানতে পারি যে ও আমাদের সিনেমার ক্রু-দের কেউ নয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠাই, কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটি চলে গিয়েছিল।

অভিনেতার কথায়, আমি কখনো ছবি তুলতে বারণ করি না। কখনোই এ কাজ আমি করি না। কিন্তু এটা নিজের অজান্তেই ভুল হয়েছে আমার। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ভবিষ্যতে কোনোদিন এমন কাজ করব না।

পাকিস্তানের প্রধান কোচের

দায়িত্বও পেলেন হাফিজ: ইএসপিএন

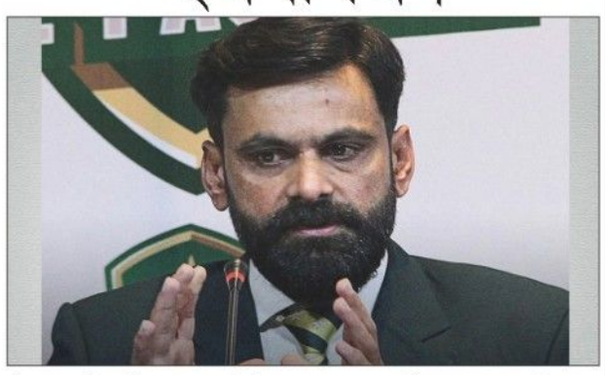

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্বও সামলাবেন মোহাম্মদ হাফিজ। এছাড়াও পাকিস্তান জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ হাফিজকে। ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। তিন ম্যাচের টেস্ট খেলবে সেখানে। এরপর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে খেলবে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ওই দুই সিরিজে পাকিস্তানের কোচিং স্টাফের ডিরেক্টর অর্থাৎ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন হাফিজ। তিনি এর আগে পিসিবির টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ছিলেন। ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে টিম ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মিকি আর্থার। যদিও মিকি নিজে পদত্যাগ করেননি। কিংবা পিসিবি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়নি। ডিসেম্বর-জানুয়ারির পর তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবেন কিনা পরে সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ঘরের মাঠে ভারতকে কাঁদিয়ে

বিশ্বকাপ জয় অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসরের ফাইনালে ভারতের স্বপ্ন ভঙ্গ করে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ঘরে তুললো অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের বোলিং তোপে দলীয় ৪৭ রানের মাথায় ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ার পর দলকে খাঁদের কিনারা থেকে টেনে তুলেন অজি ওপেনার ট্রাভিস হেড। একপ্রান্ত আগলে রেখে করেন দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। বলা যায় এক হেডের কাছেই হেরে গেল স্বাগতিক ভারত।

রবিবার আহমেদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে ২৪১ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারতকে উড়িয়ে দিয়েই শিরোপা জয় করে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। একতরফা খেলে তারা ম্যাচটি জিতেছে ৬ উইকেট আর ৪২ বল হাতে রেখে।

ভারতের ছুড়ে দেওয়া ২৪১ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার ওয়ার্নারের উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ৩ বলে ৭ রান করে ওয়ার্নার ভারতীয় পেসার শামির বলে বিরাট কোহলির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। এরপর মিচেল মার্শ ভালো শুরুর ইঙ্গিত দিলেও ফিরেছেন দ্রুতই। ১৫ বলে তার ১৫ রানের ইনিংস থামে বুমরাহর বলে উইকেটকিপার লোকেশ রাহুলের হাতে ক্যাচ তুলে দিলে। এরপর বুমরাহর বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন স্মিথ। তিনি ৯ বলে ৪ রান করেন।

এতে ভারতের বোলিং তোপে দলীয় ৪৭ রানের মাথায় ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। তবে এ অবস্থায় দলকে খাঁদের কিনারা থেকে টেনে তুলেন অজি ওপেনার ট্রাভিস হেড। একপ্রান্ত আগলে রেখে করেন দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। দলের জয়কে দারপ্রান্তে এনে ১৩৭ রান করে ক্যাচ আউট হয়ে মাঠ ত্যাগ করেন তিনি। এই রান করতে তিনি ৪টি ছক্কা ও ১৫টি চার হাঁকান।

শিরোপার লড়াইয়ে হেডকে যোগ্য সঙ্গ দেন মার্নাস ল্যাবুশেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ১১০ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে বিরাট কোহলির ৫৪, লোকেশ রাহুলের ৬৬ ও রোহিত শর্মার ৪৭ রানের ইনিংসে ভর করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান সংগ্রহ করে ভারত।

নেইমারের বিরুদ্ধে গৃহকর্মীর গুরুতর অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেতিবাচক ব্যাপারে শিরোনাম হওয়া নতুন নয় নেইমারের জন্য। ব্রাজিলিয়ান তারকার বিরুদ্ধে এবার অভিযোগ জানাল তারই এক সাবেক গৃহকর্মী। ৩৫ বছর বয়সী নারী, যিনি চার সন্তানের জননী। কর্মঘন্টার বাইরে অতিরিক্ত কাজ করানোয় নেইমারের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা করেছেন ওই নারী।

ফরাসি পত্রিকা 'লা পারিসিয়ান' জানিয়েছে, জানুয়ারী ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত সপ্তাহে সাতদিনই নেইমারের বাসায় কাজ করেছেন তিনি। এখন আল হিলাল তারকার কাছ থেকে পারিশ্রমিকের ৪ লাখ মার্কিন ডলার দাবি করছেন ৩৫ বছর বয়সী ওই নারী।

ফরাসি পত্রিকার প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, চতুর্থ সন্তানের অকাল জন্মের দুই সপ্তাহ আগ পর্যন্ত ওই গৃহকর্মীকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কাজ ছেড়ে দেন ওই নারী। অভিযোগকারী আরও বলেন, ২০২১ সাল থেকে নেইমারের বাসায় সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা কাজ করেছেন। বিনিময়ে প্রতি ঘন্টায় মজুরি পেতেন ১৫ ইউরো করে। যদিও তাকে কখনও পে স্লিপ কিংবা সাপ্তাহিক কোনো ছুটি দেওয়া হতনা।

অভিযোগকারীর আইনজীবিরা বলছেন, 'শ্রম আইনের মৌলিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন নেইমার। ওই নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কঠিন সময়েও তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন ব্রাজিল তারকা। আমরা মর্মাহত হয়েছি, নেইমারের মত তারকার কাছ থেকে এমন অমানবিকতা দেখতে পেরে। অকাল প্রসবের কয়েকদিন আগে যাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যথার কথা বলেও পার পাননি ওই নারী। এটা ফৌজদারি অপরাধের শামিল।'

যদিও নেইমারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই মামলার বিষয়ে কিছু জানেন না তারা।

এবার রোহিতদের বিপক্ষে টস জালিয়াতির অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলমান ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরু থেকেই যেন উড়ছে স্বাগতিক ভারত। এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচের সবকটিতে জিতে ফাইনালে উঠে গেছে রোহিত শর্মার দল। বলা যায় নিজেদের মাটিতে রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য দলে পরিণত হয়েছে ভারত।

তবে শুরু থেকেই অভিযোগ আসছে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে। স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ তুলেছিলেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার হাসান রাজা। তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় বোলারদের বিশেষ বল সরবরাহ করা হয়। বোলাররা বোলিং করার সময় বল বদলে দেওয়া হচ্ছে! হাসান রাজার এমন মন্তব্যের বিরোধিতা অবশ্য পাকিস্তানেরই সাবেক ক্রিকেটাররা করেছেন।

এরপর অভিযোগ উঠেছে, আইসিসির অনুমতি ছাড়া সেমিফাইনালে নিজেদের সুবিধা মতো পিচ বেছে নেয় ভারতীয়রা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন গতকাল দাবি করেছিল, স্পিনারদের সুবিধা দিতে আইসিসির অনুমতি না নিয়েই ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) সেমিফাইনালের উইকেট পরিবর্তন করেছে।

অবশ্য পরে বিতর্কের মুখে আইসিসি এক বিবৃতিতে জানায়, 'এই ধরনের প্রতিযোগিতার শেষ দিকে পিচে বদল স্বাভাবিক ব্যাপার। আগেও এই ঘটনা দেখা গেছে। আয়োজক দেশের যে মাঠে খেলা হচ্ছে, সেই মাঠের পিচ প্রস্তুতকারকের পরামর্শে বদল হতে পারে। আইসিসির পিচ প্রস্তুতকারককে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। পিচ বদল হলে যে সেই পিচে খেলা ভালো হবে না তার কোনো কারণ নেই।'

এবার টস জালিয়াতির অভিযোগ উঠলো ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার সিকান্দার বখত। পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল জিও সুপারে বখত বলেন, 'আমি কি সামান্য অপকর্মকেও সমর্থন করতে পারি? টসের সময় রোহিত মুদ্রা একটু দূরে ফেলে, সেটি প্রতিপক্ষ অধিনায়কের নাগালের বাইরে চলে যায়। নিজের পছন্দ অনুযায়ী মুদ্রার পিঠ উঠেছে কি না, এটা যেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সেখানে গিয়ে দেখতে না পারে।'

সিকান্দার বখতের মন্তব্য অনুযায়ী বোঝাই যাচ্ছে, টসের সময় দুই অধিনায়কের সঙ্গে উপস্থিত থাকা অফিসিয়ালরা ভারতীয়দের সুবিধা দেয়। আইসিসির আইন অনুসারে, আয়োজক দলের অধিনায়ক হওয়ায় টসের সময় কয়েন ছোড়ার দায়িত্বটা রোহিতের কাঁধেই পড়ে। অর্থাৎ, চাইলেই কয়েন দূরে ফেলার সুযোগ থাকছে ভারতীয় অধিনায়কের।

বিশ্বকাপে দশ ম্যাচ খেলে ৫০ শতাংশ টস জিতেছেন রোহিত। যদিও গুরুত্বপূর্ণ ৫টি ম্যাচে- নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল, রাউন্ড রবিন লীগে নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জেতে ভারত। কিন্তু ভারতের খেলা এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচের টসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানে রোহিতের জয়ের হার ৫০ শতাংশ। প্রথম পর্বের প্রথম দুই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টস হেরেছেন রোহিত। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জয়ের পর হেরেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস জয়ের পর আবার হেরেছেন টানা দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। তবে সেমিফাইনালসহ সর্বশেষ ৩ ম্যাচে টস জিতেছেন রোহিত।

বিশ্বকাপ জেতার পর

প্রথমবার হারের তেতো স্বাদ পেল মেসিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে হারের পর টানা ১৪ ম্যাচ জিতে উড়ছিল আর্জেন্টিনা। তবে এবার তাদেরকে মাটিতে নামাল উরুগুয়ে।

বুয়েন্স এইরেসে শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকালে ২০২৬ বিশ্বকাপের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধে রোনালদ আরাউহো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দারউইন নুনেস। বাছাইয়ে টানা চার জয়ের পর প্রথম হারল আর্জেন্টিনা, যদিও ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এদিন ম্যাচের দশম মিনিটে প্রথম ভালো আক্রমণ শাণায় উরুগুয়েই। সতীর্থের লং পাস গতিতে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও নিকোলাস ওতামেন্দিকে পেছনে ফেলে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ডারউইন নুনেস, কিন্তু তার নেওয়া শট চলে যায় পোস্টের বেশ বাইরে দিয়ে। তিন মিনিট পর মেসির শট আটকান উরুগুয়ে গোলরক্ষক। এছাড়া পায়ের কিছু দারুণ মুভ দেখালেও প্রথম অর্ধে উরুগুয়ের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারেননি প্রায় এক মাস প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার মধ্যে না থাকা মেসি। আর্জেন্টাইন তারকাকে কড়া পাহারায় রাখার কৌশল নিয়েছিলেন উরুগুয়ে কোচ বিয়েলসা।

৪১তম মিনিটে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেয় উরুগুয়ে। বাঁ দিকে মলিনার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বাইলাইনের একটু উপর থেকে বক্সে ক্রস বাড়ান মাতিয়াস ভিনা। ক্লিয়ার করতে পারেননি আর্জেন্টিনার কোনো ডিফেন্ডার। রোনালদ আরাউহোর কোনাকুনি শটে পরাস্ত এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

৮১তম মিনিটে বল নিয়ে ডান দিক দিয়ে আক্রমণে উঠেছিলেন ডি মারিয়া, কিন্তু তার কোনাকুনি শট যায় দূরের পোস্টের বাইরে। স্কালোনির বিষন্ন মুখ ভেসে ওঠে পর্দায়। একটু পর কর্নারে ওতামেন্দির হেড ফিস্ট করে ফিরিয়ে উরুগুয়েকে জয়ের পথে রাখেন গোলরক্ষক।

৮৭তম মিনিটে উরুগুয়ের জয় নিশ্চিত করে দেন নুনেস। পাল্টা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে এক ছুটে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান এই ফরোয়ার্ড।

কলম্বিয়ার চার মিনিটের

ঝড়ে লণ্ডভণ্ড ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে ব্রাজিলের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে কলম্বিয়া। স্মরণীয় এই জয়ে লাতিন আমেরিকার অঞ্চলের বাছাইয়ের টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠেছে দলটি।

রবের্তো মেলানেদজ মেট্রোপলিটন স্টেডিয়ামে ম্যাচের চার মিনিটের সময়ই গোলের দেখা পায় ব্রাজিল। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অ্যাসিস্টে থেকে বল পেয়ে ডানপায়ে জালে জড়িয়ে অতিথি দলকে এগিয়ে দেন ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। বিরতির পর আর অবশ্য পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পক্ষে লিড ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ইয়াসের অ্যাসপ্রিলার ক্রসে ৭৫ মিনিট হেডে লক্ষ্যভেদ করেন লুইস দিয়াস।

মিনিট চারেক পর কলম্বিয়াকে আবারও উদযাপনের উপলক্ষ এনে দেন দিয়াস। সতীর্থ জেমস রদ্রিগেজের বাড়ানো বল নিয়ে লিভারপুলের এ লেফট উইঙ্গার আবারও হেডে নিশানাভেদ করেন। তার এ গোলেই কলম্বিয়ার জয় সুনিশ্চিত হয়।

পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক

মাসুদ, টি-টোয়েন্টিতে শাহিন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাবর আজম দায়িত্ব ছাড়ার পরপরই নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। টেস্টের দায়িত্ব পেয়েছেন শান মাসুদ। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হয়েছে শাহিন আফ্রিদিকে। আগামী মাসেই অস্ট্রেলিয়া সফর করবে পাকিস্তান দল। এই সফরে টেস্ট ও টি-টোয়েনিট সিরজ থাকলেও নেই কোনও ওয়ানডে। ফলে আপাতত টেস্ট ও টি-টোয়েনিটর জন্য অধিনায়ক নির্বচান করেছে পিসিবি। ওয়ানডের অধিনায়ক নিয়ে এখনো তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

সাদা পোশাকের নেতৃত্বে মাসুদের ওপর আস্থা রেখেছে পিসিবি। লম্বা সময় ধরেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন। প্রায় এক দশকের সাদা পোশাকের ক্যারিয়ারে তিনি খেলেছেন ৩০ টেস্ট। যেখানে প্রায় ২৯ গড়ে করেছেন ১৫৯৭ রান।

অন্যদিকে টি-টোয়েনিটতে আফ্রিদিতেই আস্থা পিসিবির। প্রায় ৫ বছরের ক্যারিয়ারে পাকিস্তানের জার্সিতে ৫২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। যেখানে প্রায় ২৩ গড়ে উইকেট শিকার করেছেন ৬৩টি। গত কয়েক বছর ধরেই পেস বিভাগের সবচেয়ে বড় অস্ত্র এই পেসার।

তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়কের থিওরিতে যাবে কিনা পিসিবি, সেটা এখনই নিশ্চিত নয়। যদি এমনটা না হয়, তাহলে সাদা বলের দুই ফরম্যাটেই নেতা হিসেবে দেখা যেতে পারে আফ্রিদিকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR